



বন অধিদপ্তর
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

“বৃক্ষ দিয়ে সাজাই দেশ
সমৃদ্ধ করি বাংলাদেশ”

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২৪

১.১ পরিচিতি

ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৮৬২ সালে বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে বাংলাদেশের বনাঞ্চল, বেঙ্গাল ও আসাম বন বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ বিভাগ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন বিভাগকে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৯ সালে এ অধিদপ্তরকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

১.২ ভিশন

বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

১.৩ মিশন

আধুনিক প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা ও জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বনের আচ্ছাদন বৃদ্ধি, প্রতিবেশগত সেবার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন।

১.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ◆ বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা
- ◆ ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- ◆ জনগণের অংশগ্রহণে বন সম্প্রসারণ
- ◆ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা
- ◆ অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা
- ◆ সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৫ প্রধান কার্যাবলি

- ◆ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, বন সম্প্রসারণ।
- ◆ সরকারী বনভূমি, পতিত ভূমি, প্রান্তিক ভূমি, অব্যবহৃত কৃষি ভূমি ও উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র হতে নতুন জেগে ওঠা ভূমিতে বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি।
- ◆ সামাজিক বনায়ন ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- ◆ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেটনী সৃজন।
- ◆ বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন সংরক্ষণের মাধ্যমে সেখানকার জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
- ◆ বনের অবক্ষয় রোধের মাধ্যমে বনে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি করে বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে অবদান রাখা এবং বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Forest Restoration)।
- ◆ বনজ সম্পদ উৎপাদন এবং বনজসম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- ◆ বিরল, বিলুপ্তপ্রায় ও বিপদাপন্ন বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণ এবং বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে এ সকল প্রজাতির বৃক্ষ রোগে গুরুত্ব প্রদান।
- ◆ বনের প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদনে সহায়তা (Assisted Natural Regeneration) এবং জলবিভাজিকা (Watershed) ব্যবস্থাপনা।
- ◆ রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ ও সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রকৃতি পর্যটন (Ecotourism) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
- ◆ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বনায়নে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান। বনায়ন বিষয়ক কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
- ◆ বন জরিপ, বন হতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা নির্ধারণ, বন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং বনের সীমানা নির্ধারণ।
- ◆ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়ন।

- ◆ বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ, মরুকরণ রোধ, বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্য সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত কনভেনশন, চুক্তি এবং প্রটোকল সমূহের প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়তা প্রদান।

১.৬ বন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

১.৬.১ বন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২৩-২৪ অর্থবছর)

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এছাড়া বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কতিপয় কার্যক্রম ডিজিটাইজডকরণ এ কর্মসূচীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বন এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় বন ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, বনাচ্ছাদন ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, উপকূলীয় সবুজ বেটনী সৃজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। পাশাপাশি কয়েকটি প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সামাজিক বনায়ন ও সহযোগীতামূলক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গৃহিত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- ◆ বন সম্প্রসারণ এবং বন উজাড় ও অবক্ষয় প্রাপ্ত বন এলাকা পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যার মধ্যে পাহাড়ি বন পুনরুদ্ধার- ৯৬১২ হেক্টর, শালবন পুনরুদ্ধার- ১০৩০ হেক্টর, এনরিচমেন্টসহ এএনআর- ৩৫০ হেক্টর, স্ট্রীপ বনায়ন- ৮৭৫ কি.মি., ঔষধি বনায়ন- ৩০০ হেক্টর, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন-৫০ হেক্টর, রক্ষিত এলাকা ও বন্যপ্রাণী চলাচলের করিডোরে বৃক্ষরোপণ- ১০ হেক্টর, ম্যানগ্রোভ বনায়ন- ১১৪০০ হেক্টর, ম্যানগ্রোভ এনরিচমেন্ট- ১১০০ হেক্টর, ঝাউ বনায়ন- ২৩০ হেক্টর, গোলপাতা- ৬২৫ কি.মি., দুত বর্ধনশীল বাগান- ৯৮৮২ হেক্টর, কপিচ ম্যানেজমেন্ট- ৫০ হেক্টর এবং বিক্রয় বিতরণের জন্য চারা - ১,২০,০০০ টি সহ উক্ত বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সারাদেশে সর্বমোট ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬০০ টি চারা রোপন করা হয়েছে।
- ◆ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জবরদখলকৃত ৭,৩৫৫.৬৪ একর বনভূমি পুনরুদ্ধার করতঃ বনায়ন করা হয়েছে।
- ◆ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবৈধ করাত-কলে মোট ১২২৩ টি অভিযানের মাধ্যমে ৩৩৮ টি করাত-কল উচ্ছেদ, ২২০ টি করাত-কল বন্ধ/সীলগালা, ৩৫৪ টি মামলা দায়ের, ১৩৫ টি করাত-কলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ২৮৫৫.৫৩ ঘনফুট বনজব্রব্য জব্দ করা সহ ৫৭০ টি করাত-কল থেকে মোট ২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
- ◆ সাইট স্পেসিফিক প্ল্যানিং (SSP) তৈরীর মাধ্যমে স্থান সনাক্ত করতঃ ১৭,১৯৫ হেক্টর বনায়ন ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। SSP যাচাই বাছাই করতঃ সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। SSP পরিচালনার জন্য ড্যাশবোর্ড তৈরী করা হয়েছে এবং তা সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
- ◆ ৮টি বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের (বৈলাম, চন্দন, রক্তন, হলদু, সাদা গর্জন, সিধা জারুল, পাদক, ও রিঠা) টিস্যু কালচার প্রটোকল প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ◆ ২৫/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় FAO এর সহায়তায় ২য় আবর্তের জাতীয় বন জরিপ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ১৬/০৩/২০২৪ হতে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করা হয় এবং ৩০/০৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১,৮৫৮ টি প্লটের মধ্য ১,৪৬৯ টি প্লট এর ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ◆ সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে বন ও রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ৬১৫টি গ্রামের ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্ত করে বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি অপারেশন ম্যানুয়াল (COM) বাস্তবায়ন জোরদার করার জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া জীবিকা উন্নয়ন তহবিল হিসেবে ৭৯০৮.৪৪ লক্ষ টাকা এবং কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল ৭৩৫.৭৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ◆ ইকোসিস্টেম সার্ভিস মূল্যমান নিরূপণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে সমন্বয় করে জাতীয় তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ◆ বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম এবং IUCN এর সহায়তায় ১,০০০ টি উদ্ভিদের মূল্যায়নপূর্বক রেড লিস্টিং বুক তৈরী সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ৫টি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে

১৭টি আগ্রাসী বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ (Invasive Alien Species) চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই উদ্ভিদসমূহকে সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ৫টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

- ◆ বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রকৃতি পর্যটন উন্নয়নে ‘ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ফরেন্স্ট ইকোসিস্টেম কনজারভেশন এ্যান্ড ইকোট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অব গ্রেটার দিনাজপুর এ্যান্ড রংপুর রিজিয়ন’ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪) শীর্ষক সম্ভাব্যতা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ◆ ডলফিন, ঘড়িয়াল এবং স্পুনবিলড স্যান্ডপাইপার সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জরিপ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।
- ◆ সুন্দরবনে টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ১০ বছর মেয়াদি সমাপ্তকৃত ‘Integrated Resource Management for the Sundarbans’ শীর্ষক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান হালনাগাদকরণ এবং প্রতিবেশ ও পরিবেশের অবস্থা পরিমাপক প্যারামিটার নির্ধারণের জন্য ইকোলজিক্যাল মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্তকরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা গণনার জন্য ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে তৃতীয়বারের মত মাঠ পর্যায়ে বাঘ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে ডাটা বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ◆ সুন্দরবনে বাঘ-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে নাইলনের ফেন্সিং, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্যপ্রাণী আশ্রয়ের জন্য মাটির কিল্লা তৈরী এবং অগ্নি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনে বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ◆ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬৫,০০০ কি.মি. SMART Patrolling কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া SMART Patrolling কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য SMART Strategy প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ৮টি রক্ষিত এলাকায় (মেধাকছপিয়া জাতীয় উদ্যান, হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, বাইরয়াতলা জাতীয় উদ্যান, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, মধুপুর জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য) স্মার্ট প্রোটোকল অনুসরণ করে বনে পেট্রোলিং কার্যক্রম চলমান আছে।
- ◆ ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারি মালিক ও বন বিভাগের কর্মীসহ মোট ৬৫৫ জনকে নার্সারি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬৪৬ জন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ◆ বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, বাঁশের কক্ষিকলম, টিস্যু কালচার, গোলপাতা নার্সারি, নার্সারিতে বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
- ◆ বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ব্যাপক জনযোগাযোগ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচার মাধ্যমসমূহ হলো আইইসি ম্যাটেরিয়াল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া (৩টি টিভিসি, ৩টি আরডিসি), সোশ্যাল মিডিয়া (১০টি ভিডিও ডকুমেন্টারী), প্রিন্ট মিডিয়া, প্রচারনা মূলক কার্যক্রম ও দিবস পালন ইত্যাদি। সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক পেজ), ওয়েবসাইট ইত্যাদি ব্যবহারের সাথে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
- ◆ প্রায় ২০.৭৬ লক্ষ জনগণের মাঝে সচেতনতা এবং প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

১.৬.২ জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪ উদযাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বছরের ৫ই জুন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ বছরের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য ছিল “বৃক্ষ দিয়ে সাজাই দেশ, সমৃদ্ধ করি বাংলাদেশ”। এবারের বৃক্ষমেলা ৫ই জুন শুরু হয়ে ১৩ জুলাই সমাপ্ত হয়। মেলা প্রতিদিন সকাল ৮.০ টা থেকে রাত ৯.০ টা পর্যন্ত চলে। মেলায় এবছর ৩৮ দিনে মোট ৩১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৯৩ টি চারা বিক্রি হয় যার মূল্য ছিল ১৬ কোটি ২৮ লক্ষ ৫২ হাজার ১০ টাকা।

১.৬.২.১ গাছ চেনা, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাছ চেনা, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৩ টি গ্রুপে ক, খ ও গ শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ

করে। প্রতিটি গ্রুপে পৃথকভাবে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি গ্রুপের ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাইজমানি, ফ্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

১.৬.৩ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অর্জন

- ◆ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়। সূচনালব্ধ হতেই দেশের যে কোন স্থানে বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধ দমন ইউনিট অভিযান পরিচালনা করে। পাশাপাশি অপরাধ প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করেও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম; সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মাইকিং, প্রচার-প্রচারণা, পথসভা, লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড স্থাপন, ভার্চুয়াল সভা ও টহল কার্য পরিচালনা করা হয়।
- ◆ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৮ টি অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকে মোট ২৯৭টি পাখি, ২১টি স্তন্যপায়ী, ৪০টি সরীসৃপ, ৪টি উভচর প্রাণী ও ৩৬টি ট্রফি উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের দায়ে ০৬টি মামলা দায়ের করা সহ ০৫ জন আসামী ধৃত হয়েছে।
- ◆ তক্ষক পাচারকারী ০৩ জনের বিরুদ্ধে থানায় ০২ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। মুখপোরা হনুমান এবং চশমাপরা হনুমান পাচারকালে ২ জনের বিরুদ্ধে থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১জন আসামীকে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা এবং ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। বন্যপ্রাণীর ট্রফি পাচারকালে ১ জনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। গত জুলাই মাসে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২ জন আসামীকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।
- ◆ রাসেল'স ভাইপার সাপ নিয়ে ৬টি জেলায় মোট ১২টি জনসচেতনতামূলক সভা করা হয়। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট এর ৫টি জরুরী সেবা নম্বরে জুন মাসের শেষ ২০ দিনে আনুমানিক ১৬,০০০ ফোন কল রিসিভ করে রাসেল'স ভাইপার সাপ সম্পর্কে জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- ◆ গত অর্থবছরে মোট ১৮টি জনসচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১৩,৫২০ জনকে সচেতন করা হয়। ১৩,৭২০টি লিফলেট এবং পোস্টার বিতরণ করা হয়। গত অর্থবছরে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট এর উদ্ধার অভিযানের তথ্য বিভিন্ন সময় ৭৪ বার বিভিন্ন জাতীয় প্রতিকে প্রকাশিত হয়।

১.৬.৪ উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ গত শতকের ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা করেছে এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দূরকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী হিসাবে কাজ করেছে; সেই সাথে দেশে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মৎস্যসমূহের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

- ◆ বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১৬৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- ◆ উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২৪৩৬০.৭ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছাস ও নদীভাঙন এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।
- ◆ উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর প্রদান করা হয়েছে।
- ◆ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১১ হাজার ৭৪৫ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান, ৮৭৭ কিমি. গোলপাতা বাগান, ২৩০ কিমি. ঝাউ বাগান, ৯৭২ কিমি. স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে।

১.৬.৫ সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

- ◆ সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ২৩১.১৬ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৮২ হাজার ৭৪.৩৪ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সৃজন করা হয় ১০৮৩ হেক্টর ব্লক/উডলট বাগান এবং স্ট্রীপ বাগান ১৯৩২.৯৮ কিলোমিটার।

- ◆ সৃজিত বাগানে অদ্যাবদি ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৭১ জন। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সম্পৃক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা-১০৭৩১ জন (পুরুষ-৭৫৯১, মহিলা-৩১৪০)
- ◆ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানসমূহ হতে মোট ৫৭ হাজার ১৭৪.৬৫ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৪০ হাজার ৫০২.২২ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য মোট ২৩৩২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১ হাজার ৮৮৫ টাকা মাত্র। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কর্তন করা হয় ২৫১১.০৯ হেক্টর ব্লক/উডলট বাগান এবং স্ট্রীপ বাগান ৫৪৩৭.৩৭ কিলোমিটার।
- ◆ এ যাবৎ ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২৮ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৫০৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭ হাজার ৭২৩ টাকা মাত্র বিতরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৮ হাজার ২ শত ৬৯ জন উপকারভোগীর মধ্যে ২৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯ শত ৩৬ টাকা বিতরণ করা হয়।
- ◆ ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত পুনঃবনায়ন কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) মোট ১৬৮ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯২৯ টাকা জমা করা হয়েছে।
- ◆ এ যাবৎ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মোট ৭৮৪ কোটি ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৩৮ টাকা মাত্র। যার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মোট ১১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৯০.২২ টাকা মাত্র।
- ◆ এ যাবৎ ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ মোট ২৭২ কোটি ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৯০২ টাকা মাত্র। যার মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিতরণ করা হয়েছে ৯ কোটি ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০৫.৭৬ টাকা মাত্র।

১.৬.৬ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অর্জন

- ◆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বমোট ৫৯ টি দেশী বিদেশী প্রাণী জন্মগ্রহণ করে। এর মধ্যে জেব্রা ৫টি, গয়াল ৩টি, ওয়াইল্ডবিষ্ট ৪টি, নীল গাই ২টি, কমন ইল্যান্ড ১ টি, জলহস্তি ১ টি, চিত্রা হরিণ ১৫টি, মায়া হরিণ ২টি, ময়ূর ১৭টি, মদনটাক ২টি, ম্যাকাউ ১টি, এবং কালিম ৬টি।
- ◆ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ ভোরে ২ টি ভারতীয় হাতি কাঁটাতারের বেড়ার গেট ভেঙে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সীমান্তবর্তী পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার দক্ষিণ কাশিমগঞ্জ এলাকায় মহানন্দা নদী সংলগ্ন একটি ভূট্টা ক্ষেতে অবস্থান নেয়। বিজিবির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক খবর পেয়ে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, তেঁতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুলিশ, ট্যারিস্ট পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, গ্রাম পুলিশ ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের কর্মকর্তাগণ উক্ত এলাকায় উপস্থিত হন এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এর নর্দান বন্যপ্রাণী সার্কেলের প্রধান বন সংরক্ষক বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে হাতি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ও সার্বিক সহযোগিতার অনুরোধ করেন। তদপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মধ্যে পতাকা
- ◆ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, কক্সবাজারে রক্ষিত দেশী ও বিদেশী প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে Ex-situ conservation এর মাধ্যমে কেপটিভ ব্রিডিং এ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে দেশীয় প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ময়ূর (Pavo cristatus, IUCN Red list status Bangladesh: Ex) ১৪ টি, কালো ভালুক (Ursus thibetanus, IUCN Red list status Bangladesh: CR) ৩টি, গাউর (Bos gaurus, IUCN Red list status Bangladesh: CR) ৫টি, মায়া হরিণ (Muntiacus muntjak, IUCN Red list status Bangladesh: EN) ২টি, লোনা পানির কুমির (Bos gaurus, IUCN Red list status Bangladesh: CR) ২টি এবং বিদেশী প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জেব্রা (Equus quagga, IUCN Red list Global Status: NT) ১টি, উইল্ডবিষ্ট (Connochaetes taurinus, IUCN Red list Global Status: LC) ১টি, উটপাখি (Struthio camelus, IUCN Red list Global Status: LC) ৪ টি এবং ৩টি ইমু (Dromaius novaehollandiae, IUCN Red list Global Status: LC)
- ◆ বাংলাদেশ তথা পুরো পৃথিবীতে প্রাইমেট বর্গের যে কয়টি প্রজাতি বিলুপ্তির সম্মুখীন তাদের মধ্যে উল্লুক (Western Hoolock Gibbon) অন্যতম। IUCN Primate Specialist Group Section on Small Apes এবং বন অধিদপ্তরের সহায়তায় Creative Conservation Alliance বিভিন্ন সময়ে উদ্ধারকৃত উল্লুকগুলোর পুনর্বাসন নিশ্চিত

করার লক্ষ্যে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন জানকীছড়া বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্রে কাজ করছে। এতে উদ্ধারকৃত ০৩ টি অপ্রাপ্তবয়স্ক উল্লুক রয়েছে। ভবিষ্যতে যথাযথ পর্যবেক্ষণের সহিত দল গঠন করার মাধ্যমে উপযুক্ত সংরক্ষিত বন নির্ধারণ করে IUCN Best Practice Guidelines on Gibbon Rehabilitation and Release এর নিয়ম অনুসারে এই উল্লুকগুলোকে অবমুক্তকরণ করা হবে।

- ◆ মহাবিপন্ন এশিয় শিলা কচ্ছপ, আরাকান পাতা/জংলী কচ্ছপ, ডিবা কচ্ছপ ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এবং Creative Conservation Alliance এর যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুরে ১টি Turtle Conservation Breeding Center স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত Breeding Center এ ২০২৩-২৪ সালে পর্যন্ত Captive Breeding এর মাধ্যমে এশিয় শিলা কচ্ছপ এর ৩১টি বাচ্চা ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপের ১টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে।
- ◆ East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAEP), Asian Development Bank (ADB), এবং Birdlife International এর সহযোগিতায় Regional Flyway Initiative Training Series এর অংশ হিসেবে Wetland Ecosystem Services and Nature-based Solutions বিষয়ক তিন দিনব্যাপ একাধিক কর্মশালা ২৭মে-২৯ মে, ২০২৪ শ্রীমঙ্গল, মোলভীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ◆ মৌলভীবাজারের জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলার পাথারিয়া হিল রিজার্ভের লাঠিটিলা বন এলাকায় একটি বন্যহাতি অসুস্থ হয়ে লোকালয়ের আশেপাশে চলে আসলে হাতিটিকে দ্রুত খুঁজে বের করে ট্রাংকুলাইজারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান করে হাতিটিকে সুস্থ করা হয়।
- ◆ নিষিদ্ধ হাঙর ও শাপলা পাতা মাছ ধরা ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাকালুকি হাওর, হাইল হাওরের বাইস্কাবিলসহ বিভিন্ন স্থানে পরিযায়ী পাখির গুরুত্ব তুলে ধরে সচেতনতামূলক সভা, লিফলেট বিতরণ ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিযায়ী পাখি এবং জলাভূমির গুরুত্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের মাঝে তুলে ধরতে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস ও বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৪ এর আঞ্চলিক অনুষ্ঠান প্রত্যন্ত হাকালুকি হাওরাঞ্চলে করা হয়েছে। হাকালুকি হাওরের পাখি সংরক্ষণের নিমিত্ত জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় হাল্লা পাখিবাড়ির পাখি কলোনী ও জীববৈচিত্র্য এবং পাখি সংরক্ষণের নিমিত্ত বনায়ন, সচেতনতামূলক সভাসহ বিবিধ কার্যক্রম চলমান আছে।
- ◆ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) সনদে স্বাক্ষর করে। CITES এর তিনটি পরিশিষ্টভুক্ত উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী বা এদের ট্রফি আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে CITES এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক CITES পারমিট প্রদান, CITES এর পরিশিষ্টভুক্ত প্রজাতি সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে মত-বিনিময় সভা আয়োজন সহ CITES বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, CITES পরিশিষ্ট-২ ও ৩ ভুক্ত বিদেশী পাখি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানির ক্ষেত্রে No Objection Certificate (NOC) প্রদান এবং CITES পরিশিষ্টভুক্ত উদ্ভিদ, যেমন: আগর, সর্পগন্ধা ইত্যাদি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রপ্তানির ক্ষেত্রে CITES পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বন অধিদপ্তর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ২৭৯ টি আগর উড রপ্তানির পারমিট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে (জীনগত বিশ্লেষণ) CITES এর তিনটি পরিশিষ্টভুক্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত নমুনা বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে CITES পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে।
- ◆ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল এর আওতাধীন বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ২৬৭২টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

২.১ প্রশাসনিক জনবল

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১০,৫০৭টি	৭,১০৯টি	৩,৩৯৮ টি		১০,৫০৭ টি পদের মধ্যে ৩৭৬৭ টি আউটসোর্সিং পদ
মোট					

*পূরণকৃত ৭,১০৯ টি পদের মধ্যে ১,০১৯ টি আউটসোর্সিং পদ

শূন্যপদের বিন্যাস:

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৮
১	১৬	৮৭	৩৫৭	১২০০	১৭৩৭	৩,৩৯৮

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪	৪৫৯	৪৬৩	৮০	৫৩৬	৬১৬	-

অডিট আপত্তিঃ অনুন্নয়ন খাত

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ লা জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি (১ লা জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বন অধিদপ্তর	প্রাঃ (৪১৮)	৩০০.০৬	৫০৩	৪১	১১.৭৯	৪৬২	৩৫৭.৭৯
		৮৫	৬৯.৫২				৪৬২	৩৫৭.৭৯
	সর্বমোট=	৫০৩	৩৬৯.৫৮					

অডিট আপত্তি: উন্নয়ন খাত

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তির		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির		অনিষ্পত্ত অডিট আপত্তির	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বন অধিদপ্তর	২৪৯	২০০.৮৩	২৪০	৬৩	৩২.৬৫	১৮৬	১৬৮.১৮

২.২ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা :

পুঞ্জীভূত ও রুজুকৃত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা (২০২৩-২৪)	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৭	০১	৫০	৮৩	১৩৪	৬৩

২.২.১ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৬০	৩৯	-	৯৯	৫৩

২.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২৩৯ টি	৫,৫২৬ জন

২.৪ বন অধিদপ্তরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ:

জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৯৮ টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ৫,২১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ হচ্ছে- Basic Forestry Training course for Wildlife & Biodiversity Conservation Officers, Capacity Building Training for Staffs, First Pilot Training to Finalize the Standard Curriculum on Wildlife Crime Management in Bangladesh, Collaborative Forest, Wildlife and Protected Area Management for ACF's ইত্যাদি।

২.৫ অন দ্যা জব প্রশিক্ষণ (OJT)

ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট ও রাজশাহীতে অন দ্যা জব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ফরেস্টারগণ ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি (ইন) সার্ভিস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে বন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ উপযোগী ফরেস্টার না থাকায় সেখানে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না। তবে বন প্রহরীদের ০৫ দিনব্যাপী বেসিক ফরেস্ট্রি কোর্সে একাধিক ব্যাচে প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

২.৬ প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪)

উল্লিখিত সময়ে বন অধিদপ্তরের ৭২ জন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, কনফারেন্স, এক্সপোজার ভিজিট, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।

২.৭ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

০১ জুলাই, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের বিবরণ

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৭৭টি	৬৫৬ জন

২.৮ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
	২	৩	৪	৫	৬
কম্পিউটার- ৮৭৩ টি (ডেস্কটপ/ ল্যাপটপ)	আছে	আছে	নাই	১৯৮	৬৬৮

২.৯ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(টাকার অংকসমূহ কোটি টাকায়)

		২০২২-২০২৩		২০২৩-২০২৪		হাস(-)/বৃদ্ধি(+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব	ট্যাক্স রেভিনিউ						
আয়	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১৫৯.৫১	১৪৪.২০	১৭৫.২৩	১৩৪.০৭	১৫.৭২	১০.১৩
উদ্ধৃত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

৩.১ বন অধিদপ্তরের আইন, নীতিমালা ও বিধিবিধানসমূহ :

আইনসমূহ:

১. আসাম ফরেস্ট রেগুলেশন, ১৮৯১
২. ব্যক্তি মালিকানাধীন বন আইন, ১৯৫৯
৩. বন আইন, ১৯২৭
৪. আটিয়া ফরেস্ট (প্রটেকশন) অর্ডিনেন্স
৫. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২
৬. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
৭. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

বিধিসমূহ:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বনজঙ্গল পরিবহন বিধিমালা, ১৯৭৩
২. পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০
৩. কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯
৪. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন (মে ৫, ২০১১)
৫. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন (জানুয়ারি ১৩, ২০১০)
৬. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪
৭. বনজঙ্গল পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১
৮. করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২
৯. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ “রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭” এর সংশোধন
১০. হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৭
১১. অপরাধ উদ্ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০
১২. বন অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯
১৩. বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জনমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১
১৪. সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯
১৫. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮

নীতিমালাসমূহ:

১. বন সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও বিনিময় নীতিমালা, ২০১৯
২. জাতীয় বন নীতি, ২০১৬
৩. সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা
৪. বাংলাদেশ কাঁকড়া রপ্তানী নীতিমালা, ১৯৯৮
৫. বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা
৬. বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জনমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০
৭. আগর বৃক্ষ বিক্রয় নীতিমালা, ২০১২
৮. জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ (সংশোধিত)
৯. ডোন নিবন্ধন ও উদ্ভয়ন নীতিমালা, ২০২০
১০. সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮
১১. সরকারি টেলিফোনে, সেলুলার, ফ্যাক্স এবং ইন্টারনেট নীতিমালা, ২০১৮
১২. শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭
১৩. বাংলা ইউনিকোড ব্যবহার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

৩.২ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য যে সকল আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- ১। বন আইন, ২০২৪ এর খসড়া সংশোধন চূড়ান্তকরণ।
- ২। বন সংরক্ষণ আইন, ২০২৪ এর (খসড়া) চূড়ান্তকরণ।

৩.৩ বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক পুনর্গঠন প্রস্তাব:

বন অধিদপ্তরের মোট ১৭,৩৫০ টি পদ সম্বলিত সাংগঠনিক পুনর্গঠন প্রস্তাবের বিপরীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিগত ২০/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখে ৭৪টি ক্যাডারপদ স্থায়ীভাবে এবং অন্যান্য ৪৩৪টি পদ অস্থায়ীভাবে মোট ৫০৮টি পদ সৃজন ও ১২টি পদ বিলুপ্তির বিষয়ে শর্তসাপেক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ও স্কেল ভেটিং এর জন্য ০৯/০৭/২০২৪ খ্রি. তারিখ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৪ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

৩.৪.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১৫টি	৬৮৬.৬৪	৮৩.০২%	১২টি

৩.৪.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক, চট্টগ্রাম এর প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬)	১) সুন্দরবন পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) ২) স্থানীয় নৃগোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪) ৩) সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।

৪.১ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও এর সঠিক প্রয়োগের লক্ষ্যে সৃষ্ট বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর কার্যক্রমসহ এ অঞ্চলের অধীন ৭টি বিভাগ যথা: বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, মৌলভীবাজার; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, হবিগঞ্জ; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, শেরপুর ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, রাজশাহী; এবং জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৪.১.১ বন্যপ্রাণী অলিম্পিয়াড ২০২৪

বন্যপ্রাণী বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথম বারের মতো বন্যপ্রাণী অলিম্পিয়াড আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ৭ ই মার্চ, ২০২৪ বন্যপ্রাণী অলিম্পিয়াড ২০২৪ এর শুভ উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে হাই স্কুল এবং কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য বন্যপ্রাণী অলিম্পিয়াড অ্যান্ডিভিশন ইভেন্ট এর জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা থেকে প্রায় ৮০-১০০টি স্কুল/কলেজ নির্বাচিত করা হয়েছে। অলিম্পিয়াডের প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণের জন্য ৬৪টি জেলার প্রত্যেকটি স্কুল/কলেজ থেকে প্রায় ১,৫৮২জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে সর্বমোট ১ লক্ষ শিক্ষার্থীকে এই ইভেন্ট এর আওতায় আনা হয়েছে। জাতীয় অলিম্পিয়াডের জন্য চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় ৬৪টি জেলা থেকে নির্বাচিত ৩৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

৪.১.২ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিধিমালা ও নীতিমালা

- ♦ বাংলাদেশ কীকড়া রপ্তানী নীতিমালা, ১৯৯৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে কীকড়া রপ্তানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ থেকে প্রধানত চীন, হংকং, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে কীকড়া রপ্তানি করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে কীকড়া রপ্তানি করে ২,৮৪,০৫,৪৭০ টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।
- ♦ পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী বিদেশ থেকে পোষা পাখি আমদানির নিমিত্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৭৭ টি এনওসি প্রদান করা হয়েছে।

- ◆ মানুষ এবং বন্যপ্রাণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে ২০২১ সালে প্রণীত হয়েছে বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জনমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা। এ বিধিমালা অনুযায়ী বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা, গুরুতর আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনধিক এক লক্ষ টাকা, এবং সরকারি বনাঞ্চলের বাইরে লোকালয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা।

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জনমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ মোতাবেক ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণঃ

অর্থ বছর	বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা			মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকা)
	নিহত	আহত	সম্পদের ক্ষতি		
২০২৩-২৪	১৯	১০	৪১৮	৪৪৭	১৭৯.৬৮

- ◆ বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধীদের সনাক্তকরণে তথ্য প্রদানকারীকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২০ সালে অপরাধ উদ্ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১১৩ জন তথ্য প্রদানকারীকে ৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৫.১ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানি

সিটিজেন চার্টারে উল্লিখিত প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশগ্রহণে নিয়মিতভাবে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৫.১.১ তথ্য অধিকার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ঠিকানা এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা:

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তি। ২। আবেদনের চাহিত তথ্য না থাকলে ফরম 'খ' অনুসরণে তথ্য সরবরাহের অপরাগতার নোটিশ প্রেরণ। ৩। চাহিত তথ্য অন্য দপ্তর/শাখা সংশ্লিষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রদান। ৪। আপিল সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান।	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করা। প্রাপ্তির স্থান: বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট। www.bforest.gov.bd	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা অথবা প্রকৃত মূল্য ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কোড নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭-এ জমা প্রদান।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ২০ (বিশ) কার্যদিবস। তবে একাধিক কার্যালয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকলে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস। তথ্য প্রদানে অপারাগ হলে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।	মোঃ এনামুল হক ভূঁইয়া, উপবন সংরক্ষক, লিগ্যাল ইউনিট, বন অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন: ৫৫০০৬৭৮০ মোবাইল নম্বর- ০১৭১৪২১৬৯৭৪ legalunit402@gmail.com

৫.১.২ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রম

বন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার তথ্যাদি:

- ◆ সামাজিক বনায়নে সম্পূর্ণ উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের চেক অন-লাইনে বিতরণ।
- ◆ নার্সারী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এনএমএস) অ্যাপ এর মাধ্যমে চারা উত্তোলন ও বিক্রয়/বিতরণ পদ্ধতি সহজিকরণ।
- ◆ সুন্দরবনে অপ্রধান বনজদ্ৰব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রাপ্তি সহজিকরণ।
- ◆ সুন্দরবনে ইকোট্যুরিজম স্পটসমূহ ভ্রমণে ই-টিকেটিং চালুকরণ।
- ◆ সামাজিক বনায়নে স্মার্ট ব্যবস্থাপনা।
- ◆ বন অধিদপ্তরের ইকোট্যুরিজম সাইট ও নার্সারীর তথ্যাদি সম্বলিত অ্যাপ চালুকরণ।

- ◆ উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে বন্যপ্রাণী চলাচলের জন্য ক্যানোপী ব্রীজ নির্মাণ।
- ◆ বন অধিদপ্তরের সকল বনভূমির গেজেট সংগ্রহপূর্বক বন বিভাগওয়ারী ওয়েব-সাইটে প্রকাশ।

৬.১ বন অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রম:

৬.১.১ বৃক্ষ আচ্ছাদন

বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ ভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বনের বাইরের বৃক্ষ (Tree outside forest) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের স্যাটেলাইট ইমেজ দিয়ে বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়েছে। যার পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%। বর্তমানে ২০১৫ থেকে ২০২২ সালের স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে পুনরায় বৃক্ষাচ্ছাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিবীক্ষণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এটি বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে আছে।

৬.১.২ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গাছ জরিপ

USAID এর Community Partnership to Strengthen Sustainable Development (Compass) প্রকল্প ও বাংলাদেশ বন বিভাগ যৌথভাবে USDA Forest Service এর উদ্ভাবিত i-Tree software ব্যবহার করে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গাছ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই software এর মাধ্যমে গাছ থাকার কারনে কি পরিমাণ কার্বন জমা হয়েছে এবং দূষণ ও ভূমিক্ষয় কমাতে ইত্যাদি বিষয়গুলোর Monetary value হিসাব করা হয়।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০.৫% ও ১০.৮%। আম, মেহগনি এবং নারিকেল প্রজাতির আধিক্য পাওয়া যায় উভয় সিটি কর্পোরেশনেই। Exotic Species পাওয়া যায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে যথাক্রমে ৬২% ও ৬৪%। সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ ঢাকা উত্তর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৯৮.৭৪ হাজার মেট্রিক টন ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ১০৩.১৫ হাজার মেট্রিক টন পাওয়া যায়। প্রতি বছরে ২৬.৪২ হাজার মেট্রিক টন অক্সিজেন উৎপাদন হয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এবং ২৭.১৩ হাজার মেট্রিক টন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে। বায়ুদূষণ রোধ করে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে যথাক্রমে বছরে ৩১৯.৩ মেট্রিক টন ও ২১৯.২ মেট্রিক টন।

৬.১.৩ জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুরে বৃক্ষ জরিপ

বাংলাদেশ বন বিভাগ USAID এর Community Partnership to Strengthen Sustainable Development (Compass) প্রকল্পের সহযোগিতায় জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের গাছ জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। জরিপকৃত তথ্য উপাত্ত analysis এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৬.১.৪ Basic GIS প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা, ফরেস্ট রেঞ্জার এবং ফরেস্টারদের ২ ব্যাচে মোট ৪০ জনকে Basic GIS বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬.১.৫ হাতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

IUCN বাংলাদেশ এর সার্বিক সহযোগীতায় IUCN ও বন বিভাগ যৌথভাবে হাতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কক্সবাজার দক্ষিণ বনবিভাগের ইনানীতে একটি হাতিকে রেডিও কলার পরানো হয়েছে। এর সাহায্যে হাতির গতিবিধি ওয়েব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মনিটর করা হচ্ছে।

৬.১.৬ স্মার্ট প্যাট্রোলিং

- ◆ বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় স্মার্ট প্যাট্রোলিং (Spatial Monitoring and Reporting Tool- SMART) টুল পদ্ধতির আধুনিক সংস্করণ SMART Connect প্রবর্তনের লক্ষ্যে ওয়েব বেইজড প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিস্কারমূলক ভাবে ৪টি রক্ষিত এলাকার smart data সার্ভার এ আপলোড করা হচ্ছে।

৬.১.৭ অন্যান্য কার্যকর এলাকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM)

- ◆ Other Effective area-based Conservation Measures এর সংক্ষিপ্ত রূপ OECM। যার বাংলা অর্থ “অন্যান্য কার্যকর এলাকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা”। OECM এর এজেন্ডা হল একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ যার লক্ষ্য আনুষ্ঠানিক রক্ষিত এলাকার বাইরে জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং এর এজেন্ডার লক্ষ্যগুলি হল সংরক্ষণ নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা, রক্ষিত এলাকা এবং অন্যান্য সংরক্ষণ এলাকার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করা। OECM এজেন্ডার লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক OECM এর প্রতিষ্ঠা এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা, সেইসাথে সরকার এবং সংরক্ষণ সংস্থাগুলির দ্বারা এই অঞ্চলগুলিকে স্বীকৃত, পর্যবেক্ষণ করা এবং রিপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন সুফল প্রকল্পের অর্থায়নে আরণ্যক ফাউন্ডেশন (NGO) কর্তৃক মোট ৪৫টি স্থলভূমির (Terrestrial) OECM সনাক্ত করা হয়েছে। সনাক্তকৃত ৪৫ টি OECM এর মোট আয়তন একত্রে প্রায় ২০০০ হেক্টর। এছাড়া ‘IUCN Bangladesh’ বাংলাদেশের OECM সনাক্তকরণের জন্য একটি কাস্টমাইজড “Identification and Assessment Tool” তৈরি করেছে।

৭.১ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার:

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকেঃ

- ◆ বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার
- ◆ বঙ্গাবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন পুরস্কার

৭.১.১ বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণ অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘বৃক্ষরোপণ’ কে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

“বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার” কে আরো প্রতিযোগিতামূলক, উৎসাহব্যাঞ্জক এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধন করে ১৬ টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে নীতিমালাটি পুনঃ সংশোধন পূর্বক ১৬ টি শ্রেণির পরিবর্তে ১০ টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে “বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী)-২০২১” প্রণয়ন পূর্বক ১০ টি শ্রেণির পরিবর্তে ০৭ টি শ্রেণিতে পুরস্কার প্রদানসহ পুরস্কারের অর্থ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ, প্রথম পুরস্কার-১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা), দ্বিতীয় পুরস্কার-৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার টাকা) ও তৃতীয় পুরস্কার-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়। ২০২৪ সালের ৫ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২২ ও ২০২৩ প্রদান করেন।

৭.১.২ বঙ্গাবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন পুরস্কার

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/সংস্থাকে সম্মানিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে “Bangabandhu Award for Wildlife Conservation” পদক প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় এই পদক প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়ে ২০১২ সালে “Bangabandhu Award for Wildlife Conservation” নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং ভূগমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান-এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর প্রত্যেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণ পদক অথবা পদকের ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক এবং সদনপত্র প্রদান করা

৮.১ উদযাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ দিবসগুলো উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসগুলোর তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে।

৮.১.১ আন্তর্জাতিক বন দিবস

২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালেও বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন দিবস পালন করা হয়। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল “উদ্ভাবনায় বন, সম্ভাবনায় বন”। প্রতিবারের মতো বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর দিবসটিকে আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপন করে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাছ চেনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৮.১.২ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে ৩ মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রতি বছরই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এই দিবসটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষ্যে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তী মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ বছর বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “মানুষ ও ধরিত্রীর বন্ধন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ডিজিটাল উদ্ভাবন”। দিবসটি উপলক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৮.১.৩ বিশ্ব জলাভূমি দিবস

০২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর এর হৈমন্তী মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় “জলাভূমি সংরক্ষণ করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি”। জাতীয়ভাবে ঢাকায় উদযাপনের পাশাপাশি হাকালুকি হাওড় সংলগ্ন নিরোদ বিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮.১.৪ আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির মাধ্যমে ২২মে কে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য হ্রাস বিষয়ে বিশ্ববাসীর উদ্বেগের প্রেক্ষিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তার টেকসই ও সুখম ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির উদ্যোগে ১৯৯২ সালে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কনভেনশন- Convention on Biological Diversity (CBD) নামে একটি আন্তর্জাতিক দলিল চূড়ান্ত হয়। ১৯৯২ সালের ৫ জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয় উক্ত কনভেনশনে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস উদযাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য ছিল “পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ”। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে বন অধিদপ্তর কর্তৃক হৈমন্তী মিলনায়তনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি। বিশেষ অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান ছাড়াও শিশুদের মাঝে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।